

# সূরা আব্য যুমার-৩৯

## (হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

### অবতীর্ণ হওয়ার সময় এবং প্রসংগ

বিষয়বস্তু এবং ভাষাগত দিক দিয়ে পূর্ববর্তী পাঁচটি সূরার সঙ্গে এই সূরার মিল রয়েছে। হয়রত নবী করীম (সা:) এর নবুওয়তের প্রথম পর্যায়ে এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল। রডওয়েল ও মুইর প্রমুখ লেখকেরা একে মক্কী সূরা বলে অভিহিত করেছেন। অধিকাংশ পণ্ডিতের এই অভিমত যে মহানবী (সা:) এর বেসালতের প্রাথমিক পর্যায়ে মকায় এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল। সূরা 'সাবা' থেকে এই সূরা পর্যন্ত যে ছয়টি সূরা আছে তাতে ঐশ্বী-বাণী, কুরআনের অবতরণ বিষয় এবং আল্লাহ তাআলার একত্বই অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। বিজ্ঞান অতি স্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছে, এই জগতে যে বিরাট সমৰ্থয়, শৃঙ্খলা, আনুপাতিকতা ও পারিপার্শ্বিকতার সাথে খাপ-খাওনের নীতি সর্বদা পরিলক্ষিত হয় তাতে স্পষ্টভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে এই মহাবিশ্বের একজন পরিকল্পনাকারী, পরিচালনাকারী, নিয়ন্ত্রণকারী, সর্বময় সৃষ্টিকর্তা আছেন। আল্লাহর প্রেরিত পুরুষগণ সামান্য মাত্র ধন-জন নিয়ে বিরাট শক্তিশালী ও ধনেজনে বলীয়ান শক্তিদের বিরুদ্ধে যে বিজয় লাভ করেন তাও আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও একত্বকে সাব্যস্ত করে।

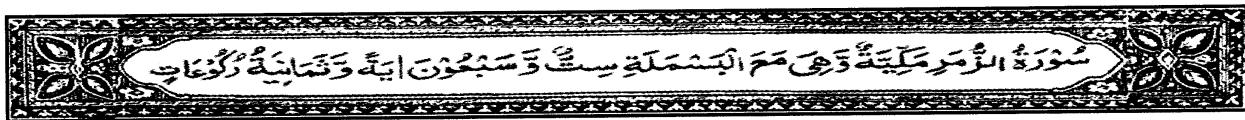
### বিষয়বস্তু

সূরাটি আরম্ভ হয়েছে কুরআন অবতীর্ণের বিষয় নিয়ে। তারপর বলা হয়েছে, বিভিন্ন ধর্ম-গ্রন্থ ও নবী-রাসূলগণের আগমনের একটিই মাত্র উদ্দেশ্য আর তা হলো পৃথিবীতে 'আল্লাহর একত্বকে' প্রতিষ্ঠিত করা। এই মহত্বী উদ্দেশ্য অর্জনের পথে সর্বাপেক্ষা বড় বাধা হলো, মানুষ তার আপন কল্পনা-সৃষ্টি মিথ্যা উপাসনের আরাধনায় মগ্ন থাকে। মুর্তি-উপাসনার (পৌরতালিকতার) সর্বাপেক্ষা হীনতম দৃষ্টিতে যা সহজে ধরা পড়ে না অথচ সর্বাপেক্ষা বেশী প্রচলিত হয়ে মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশের পথে পর্বত প্রমাণ বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তা হলো, মানুষ ঈসা (আ:)কে খোদার পুত্র বানিয়ে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এই বিশ্বাস মানব-সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক জীবনের সর্বাধিক ক্ষতি করেছে। এই সূরা বিশ্ব-জগতের এই বিশ্বয়কর পরিকল্পনা ও পূর্ণতম শৃঙ্খলাকে যুক্তি স্বরূপ দাঁড় করিয়ে বলেছে যে এত সব সৃষ্টির পিছনে যে একজন মহা পরিকল্পনাবিদ রয়েছেন তা বিশ্বাস করতেই হবে। অতিরিক্ত যুক্তি হিসাবে বলা হয়েছে, মানুষের আকৃতি ধারণ করার পূর্বে মায়ের পেটেই সে তিনটি পরিবর্তিত অবস্থায় ভিতর দিয়ে চলে এবং অনেক আবর্তন-বিবর্তনের পর মানুষের আকৃতি প্রাপ্ত হয়। সংক্ষেপে ঐশ্বী-বাণীর প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করার পর সূরাটি এই ব্যাপারে দুটি অকাট্য যুক্তি প্রদান করেছে : (১) আল্লাহ সম্বন্ধে যারা মিথ্যা ছড়ায় এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে তারা কখনো কৃতকার্য হতে পারে না, অকৃতকার্যতা ও অপমানই তাদের অদৃষ্ট, (২) আল্লাহর নবীগণ ও তাঁদের অনুসারীগণ সর্বদাই বিজয়ী হন এবং তাঁদের উদ্দেশ্য উত্তরোত্তর সফলতা লাভ করে। এই দুটি চিহ্ন দ্বারা ঐশ্বী-বাণী প্রাণিগুলির দাবীকারকের সত্যতা চূড়ান্তভাবে যাচাই করা যায়। এইভাবে যুক্তির মাপকাঠিতে যাচাই করলে দেখা যাবে, মহানবী (সা:) এর নবুওয়তের দাবী এবং কুরআন করীম আল্লাহর বাণী হওয়ার দাবী সন্দেহাত্মিতভাবে প্রমাণিত হয়। অতঃপর এই সূরা পাপীদেরকে এক আশার বাণী শুনায়। তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তাআলা বড়ই করণ্যাময় এবং ক্ষমাকারী। তাঁর দয়া ও করণা সব কিছুকেই ঘিরে রয়েছে। পাপীর মনের পরিবর্তন দ্বারা সে ক্ষমা লাভ করতে পারে। মানুষের স্থীয় কর্ম দ্বারাই মানুষ পাপমুক্ত হয়। কারো ক্রুশে আভ্যন্তরি দান অপরের পাপ যুক্তি ও পরিব্রান্ত দান করতে পারে না। কিন্তু পাপীকে অনেক সুযোগ দান করা হয় যাতে সে অনুশোচনা করে নিজের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি এই সুযোগ গ্রহণ না করে স্বেচ্ছায় কুপথে ও কুকর্মেই লিঙ্গ থেকে যায় তাকে শাস্তি পেতেই হবে। সূরার শেষ দিকের কয়েকটি আয়াতে মানুষকে পুনরুৎসুন-দিবসের কথা স্মরণ করানো হয়েছে।

★ [এ সূরায় এ সত্যের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, মানব জীবনের শুরু হয়েছিল এক প্রাণ থেকে। এরপর মানুষ যখন মায়ের জরায়ুতে জন্মনাপে উন্নতির বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করতে থাকে তখন অ঍র তিনটি অঙ্ককারে লুকিয়ে থাকে। প্রথম অঙ্ককার হলো মায়ের পেটের অঙ্ককার, যা জরায়ুকে ঢেকে রাখে। দ্বিতীয় অঙ্ককার স্বয়ং জরায়ুর অঙ্ককার, যেখানে জ্ঞ লালিত হয় এবং তৃতীয় অঙ্ককার হলো সেই 'প্লাসেন্টা' (অর্থাৎ গর্ভের ফুল) এর অঙ্ককার, যা মায়ের জরায়ুর অভ্যন্তরে জ্ঞকে চিমটে ধরে রাখে।]

এ সূরায় সেই আয়াতও রয়েছে, যা হয়রত মসীহ মাওউদ (আ:) এর কাছে ইলহাম হয়েছিল এবং হ্যুর একটি আংটি তৈরী করিয়ে নিয়ে এর ওপর আয়াতটি খোদাই করিয়ে নেন। আয়াতটি হলো, 'আলায়সাল্লাহ বিকাফিন আবদাহু' (অর্থাৎ আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়?) এর দরমন আহমদীগণ এরূপ আংটি আশিস ও পুণ্যকাজ হিসাবে নিজেদের আঙ্গুলে পরে থাকেন।

এই সূরার ৪৩ আয়াতে এক শুভ রহস্যের দ্বার উন্মোচন করা হয়েছে, যুমও এক ধরনের মৃত্যু যাতে আত্মা বা উপলক্ষ্মীবোধ বার বার তলিয়ে যায়। এরপর আল্লাহ তাআলা এরূপ ব্যবস্থা করেছেন যাতে করে ঠিক নির্ধারিত সময়ে মন্তিক্ষের প্রাপ্তের সাথে ধাক্কা খেয়ে আত্মা আবার ফিরে আসে। বিজ্ঞানীরা এ সম্পর্কে গবেষণা করেছেন এবং বলেছেন, এ ঘটনা নির্ধারিত সময়ে এক যুমন্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে বার বার ঘটতে থাকে। এই নির্ধারিত সময়টিকে একটি আনবিক ঘড়ি দিয়েও মাপা যায় এবং এই সময়টিতে কোন ধরনের কোন পার্থক্য দেখতে পাওয়া যাবে না। তলিয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তাআলা এই আত্মাকে পুনরায় ফেরেন না পাঠালে এরই নাম হয় মৃত্যু বা পরলোক গমন। (হয়রত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে): কর্তৃক উদৃতে অনুদিত কুরআন করীমের সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)]



## সূরা আয় যুমার-৩৯

মঙ্গলী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ৭৬ আয়াত এবং ৮ রূপক

১। ﴿আল্লাহর নামে, যিনি পরম করণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

২। এ পরিপূর্ণ কিতাব ۴-মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময় আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

★ ৩। ۵-নিশ্চয় আমরাই সত্যসহ তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। অতএব তোমার ধর্মবিশ্বাসকে একান্ত অক্রিমভাবে তাঁর প্রতি নিবেদন করে আল্লাহর ইবাদত কর।

৪। সাবধান! অক্রিম আনুগত্য (একমাত্র) আল্লাহরই প্রাপ্য। আর যারা তাঁকে ছাড়া অন্যকে (এ বলে) বস্তুরপে গ্রহণ করেছে, 'আমরা তাদের ইবাদত কেবল এজন্য করি যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে (তাঁর) নৈকট্যের উচ্চ মর্যাদায় পৌছে দেয়' ۲۵۶২ নিশ্চয় ۴-আল্লাহ তাদের মাঝে সেই বিষয়ে ফীমাংসা করবেন যা নিয়ে তারা মতভেদ করছে। মিথ্যাবাদী (ও) অতি অকৃতজ্ঞকে আল্লাহ কখনো হেদয়াত দেন না।

★ ৫। ۴-আল্লাহ যদি কোন পুত্র গ্রহণ করতে চাইতেন তাহলে তিনি নিজ সৃষ্টি থেকে যাকে চাইতেন বেছে নিতেন। তিনি পরম পবিত্র। তিনি এক-অদ্বিতীয় (ও) প্রবল প্রতাপশালী আল্লাহ।

৬। ۴-তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন এবং রাতকে দিন দিয়ে ঢেকে দেন। ۴-তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে সেবায় নিয়োজিত করেছেন। এদের প্রত্যেকেই (নিজ নিজ) নির্ধারিত মেয়াদের দিকে ধাবমান রয়েছে। সাবধান! তিনিই মহা পরাক্রমশালী, (ও) অতি ক্ষমাশীল।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ أَنْفُسِ النَّاسِ  
الْكَيْمَىمِ ②

إِنَّا آنَزَنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْعَقْدِ فَاغْبُرْ  
اللَّهُمَّ مُخْلِصًا لَّهُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ③

أَلَا إِنَّمَا الْوَيْمَانُ الْخَالِصُ مَا تَنْهَى  
أَتَحْدُثُوا مِنْ دُونِهِ أَوْ لِيَتَاءً مَا  
تَخْبُدُهُمْ لَا لِيُقْرِبُونَ إِلَى اللَّهِ  
ذُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بِمَا  
هُمْ فِيهِو يَعْلَمُ بِمَا  
يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِيبٌ كَفَارٌ ④

لَوْأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَخَذَهُ وَلَدًا لَّا يَضَطَّفِ  
مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ لَا سُبْحَنَهُ هُوَ اللَّهُ  
الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ⑤

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْعَقْدِ جِئْكَوْرُ  
الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَ يُكَوْرُ النَّهَارَ عَلَى  
الَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ مُكْلِ  
يَجْرِي لِأَجْلِ مُسَمَّى لَا هُوَ الْعَزِيزُ  
الْغَفَارُ ⑥

দেখুন ৪ ক. ১৪১, খ. ৩২৫৩, ৩৬৫৬, ৪০৫৩, ৪১৫৩, ৪৬৫৩ গ. ৫৪৪৯, ৬৪১০৭ ঘ. ৪৪১৪২, ২২৪৭০, ৩২৪২৬ ঙ. ২৪১১৭, ১০৪৬৯, ১৭৪১১২, ১৯৪৮৯-  
৯৩ চ. ৬৪৭৪, ১৪৪২০, ১৬৪৪, ২৯৪৪৫ ছ. ৭৪৫৫, ১৩৪৩, ২৯৪৬২, ৩১৪৩০, ৩৫৪১৪।

২৫৬২। মানুষ মিথ্যা-পূজায় লিপ্ত হয়, কল্পিত মূর্তির উপাসনা করে, এমন কি পবিত্রচেতা ওলীউল্লাহগণের পূজাতেও লেগে যায়। মানুষ ধনের পূজা করে, ক্ষমতার উপাসনা করে, হীন কামনা-বাসনার অর্চনা করে। মানুষ উত্তরাধিকার স্ত্রে উপাস্যকে মেনে নেয় এবং নির্বিচারে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে পূর্বপুরুষদের রীতিনীতি ও চালচলনকে নির্ভুল ধর্ম-কর্ম বলে মনে করে এবং এই সব করার মাধ্যমেই তারা ইন্সিত সৃষ্টিকর্তাকে পাবে বলে বিশ্বাস করে।

★ ৭। \*তিনি একই প্রাণ থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি তা থেকেই এর জোড়া সৃষ্টি করেছেন। আর গবাদি পশু থেকে তিনি তোমাদের জন্য আট জোড়া<sup>১৫৩</sup> অবতীর্ণ করেছেন<sup>১৫৪</sup>। \* তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভে অঙ্কারে<sup>১৫৫</sup> তিনি পর্যায়ে এক সৃষ্টির পর অন্য সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করে সৃষ্টি করেন। এইভো তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ। আধিপত্য তাঁরই। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তাহলে উল্টোদিকে কোথায় তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে?

৮। তোমরা অকৃতজ্ঞতা করলে (জেনে রাখবে) নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। আর তোমরা কৃতজ্ঞতা<sup>১৫৬</sup> জ্ঞাপন করলে তা তিনি তোমাদের জন্য পছন্দ করেন। আর \*কোন বোৰা বহনকারী অন্য কারো বোৰা বহন করবে না। এরপর তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের দিকে তোমাদের (সবাইকে) ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করবেন। নিশ্চয় তিনি অন্তরের গোপন বিষয় পুরোপুরি জানেন।

৯। \*আর মানুষের যখন কোন কষ্ট হয় তখন সে নিজ প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি বিনত হয়ে তাঁকে ডাকে। এরপর তিনি যখন নিজ পক্ষ থেকে তার প্রতি কোন অনুগ্রহ করেন তখন সে যেজন্য পূর্বে দোয়া করতো তা ভুলে যায়। আর সে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করতে শুরু করে যাতে সে (লোকদের) তাঁর পথ থেকে বিপর্যাসী করতে পারে। তুমি বল, ‘তোমার অস্তীকার করার মাধ্যমে তুমি সাময়িক কিছু সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে নাও। নিশ্চয় তুমি আগন্তের অধিবাসী।’

দেখুন : ক. ৪৪২, ৭১৯১০, ১৬১৭৩ খ. ৬৪১৬৫, ৩৫৪১৯, ৫৩৪৩৯ গ. ১৭১৬৮, ৩০৪৩৪, ৩৯৪৫০।

২৫৬৩। ‘আট জোড়া গৃহপালিত চতুর্স্পন্দ জন্ম’ বলতে বিশেষভাবে বুবায় ছাগলের জোড়া, মেমের জোড়া, উটের এবং গরুর জোড়া। যা ৬১১৪৪-১৪৬ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। সম্বৰত এরা নিত্য ব্যবহৃত গৃহপালিত চতুর্স্পন্দ জন্ম বলেই এদের উল্লেখ করা হয়েছে।

২৫৬৪। ‘আল্লাহর কথা’ উপলক্ষ্যে যখন ‘আনযালা’ শব্দটি ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ দাঁড়ায় ‘আওহা’ বা তিনি ‘ওহী করলেন’। কিন্তু যখন ‘আনযালা’ শব্দটি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ হয় ‘আতা’ তিনি দান করলেন। এখানে এই ‘আনযালা’ শব্দটি শেষোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ৭১২৭ এবং ৫৭১২৬ আয়াতগুলোতে শেষোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

\*[এ আয়াতে ‘আনযালা’ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ যদিও ‘অবতীর্ণ করা’ হয়ে থাকে, কিন্তু এখানে শব্দটি অসাধারণ কল্যাণজনক বস্তু সৃষ্টির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, দৈহিকভাবে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। জগতাসী জানে চতুর্স্পন্দ জন্ম আকাশ থেকে বৃষ্টির ন্যায় পড়ে না। এ সন্ত্রেণ এগুলোর জন্য ‘নুয়ল’ অর্থাৎ অবতীর্ণ শব্দটি এ জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে এগুলো মানব জাতির অগণিত কল্যাণ সাধন করে থাকে। এই ‘নুয়ল’ শব্দটিই হ্যরত সিসা (আ:) এর দ্বিতীয় আগমনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হলো, মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কেও নুয়ল শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ‘কাদ আনযালাল্লাহু ইলায়কুম যিকরার রসূলান’ (সূরা আত তালাক ১২-১২) এর উল্লেখ করা যেতে পারে। সব আলেম স্বীকার করেন, মহানবী (সা:) দৈহিকভাবে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হননি। তাদের উচিত তারা যেন হ্যরত সিসা (আ:) এর অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কেও তাদের বিশ্বাস খতিয়ে দেখেন। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক উদ্দৃতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৫৬৫। গর্ত্তারণের প্রথমাবস্থায় মানব-সন্তান যে তিনটি আকৃতি-পূর্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই তিনটি অবস্থা তমসাচ্ছন্দ অবস্থা বলে এখানে উল্লেখিত হয়েছে। অবস্থাগুলো : (১) শুক্র বিন্দুর পর্যায়, (২) জমাট রক্তবস্থা, (৩) মাংস-পিণ্ড অবস্থা, অথবা ৮৬:৭-৮, ৩:৭ এবং ২৫৬৫ টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ২৫৬৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

خَلَقْنَاهُ قِنْفِيسٍ وَاحِدَةٌ شُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنْ أَلَّا نَعَامَ ثَمَنِيَةً أَزْوَاجٌ يَخْلُقُهُمْ فِي بُطُونٍ أُمَّهَتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثَةٍ ذِلْكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ دَلَّ إِلَهٌ إِلَّا هُوَ جَنَانٌ تُضَرِّفُونَ

إِنْ شَكُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَنِيْ عَنْكُمْ تَوَلَّا يَرْضِي لِعِبَادَةَ الْكُفَرِ جَوَابًا إِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ دَلَّ تَزِرَّ وَازِرَةً وَزَرَ أُخْرَى دَلَّ شُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَيِّسُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ دَلَّ إِلَهٌ عَلَيْنِمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ

وَإِذَا مَسَّ الْأَنْسَانَ ضُرَّدَ حَارَبَهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ شَمَّ إِذَا حَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَذْهَبُ عَوْا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلٍ وَجَعَلَ بِلَوْ أَنْذَادًا لِيُضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفَرِكَ قَلِيلًا لَّمْ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

★ ১০। তবে যে ব্যক্তি সিজদার অবস্থায় এবং দাঁড়ানো অবস্থায়  
রাতের বিভিন্ন সময়ে ইবাদত করে, পরকাল সম্পর্কে ভয় রাখে  
এবং তার প্রভু-প্রতিপালকের কৃপার আশা রাখে সে কি (তার  
মত যে তেমনটি করে না)? তুমি বল, ‘যারা জানে এবং যারা  
[১০] জানে না তারা কি সমান হতে পারে?’ কেবল বুদ্ধিমান  
১৫ লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।

১১। তুমি বল, ‘হে আমার বান্দারা যারা ঈমান এনেছ! তোমরা  
তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন কর।’ যারা  
সৎকর্ম করে তাদের জন্য ইহকালে কল্যাণ রয়েছে। আর  
আল্লাহর পৃথিবী প্রশংস্ত। নিশ্চয় দৈর্ঘ্যশীলদেরকে ‘পরিমাপ  
ছাড়াই ভরপুর পুরস্কার দেয়া হবে।<sup>২৫৬৭</sup>

১২। তুমি বল, ‘নিশ্চয় আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে আমি  
যেন আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ধর্মে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদত  
করি।

১৩। আর আমাকে এও আদেশ দেয়া হয়েছে আমি যেন সব  
আত্মসম্পর্ণকারীদের মাঝে প্রথম হই।

১৪। তুমি বল, ‘আমি আমার প্রভু-প্রতিপালকের অবাধ্যতা  
করলে নিশ্চয় আমি এক মহা দিবসের আযাবের ভয় করি।’

১৫। তুমি বল, ‘আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যেই নিজ ধর্মে একনিষ্ঠ  
হয়ে তাঁর ইবাদত করি।<sup>২৫৬৮</sup>’

দেখুন : ক. ৪০৪৫৯ খ. ১৬৩০১ গ. ৩৪৫৮, ১১৪১১২, ১৬৪১৭ ঘ. ১৩৪৩৭ ঙ. ৬৪১৬, ১০৪১৬ চ. ৪০৪৬৬, ৯৮৪৬।

১৬৪৫৯-তে বর্ণিত তিনটি আকৃতি, গর্ভকালীন তিনটি শঙ্কটময় অবস্থা : (১) দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসের মধ্যবর্তী সময়, (২) তৃতীয়  
থেকে পঞ্চম মাস পর্যন্ত সময়, (৩) অষ্টম মাস এই তিনটি পর্যায়েই গর্ভাপতের আশংকা থাকে।

২৫৬৬। ‘শুক্ৰ’ শব্দের অর্থ ‘আল্লাহর দেয়া আশিসসমূহের (ধন, মান, অর্থ, বিদ্যা ও শারীরিক-মানসিক গুণাবলী ইত্যাদি সবকিছু  
আল্লাহর দান ও আশিস) সঠিক ব্যবহার, যেতাবে ব্যবহার করতে আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন (১৪৪৮)। ‘কুফুরী’ মানে আল্লাহর উপরোক্ত  
দানসমূহের অপপ্রয়োগ, অপব্যবহার, অকৃতজ্ঞতা ও অব্ধিকার।

২৫৬৭। এই আয়াতে মু’মিনদেরকে বলা হচ্ছে, তাদেরকে পরীক্ষা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার ভিত্তি দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। এমনকি আল্লাহর  
খাতিরে তাদেরকে নিজেদের বাড়ী-ঘরও ছাড়তে হবে। যখন তারা এই সব পরীক্ষা ও দুঃখ-যাতনা ধৈর্য সহকারে অতিক্রম করবে তখন  
তারা দেখতে পাবে, আল্লাহর দুনিয়া তাদের জন্য সুপ্রশংস্ত। আল্লাহর কাছ থেকে তখন তারা অগণিত ও অপরিমেয় পুরস্কার প্রাপ্ত হবে।

২৫৬৮। চারটি আয়াতে ঘন ঘন রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি অকপট ও বিশুদ্ধচিত্তে বিশ্বাস পোষণ করার ও ভক্তি সহকারে আল্লাহ তাআলার  
ইবাদত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য মনে হয় এটাই যে মদীনায় গিয়ে মুসলমানেরা অচিরেই যে ভীষণ পরীক্ষা ও সমস্যাবলীর  
সম্মুখীন হবে, এর মোকাবিলা করার জন্য তাদেরকে পূর্বেই প্রস্তুত করে তোলা। মকায় থাকা কালীন শেষ পর্যায়ে যখন মুসলমানেরা ক্ষুদ্র  
দলে কিংবা একাকী মদীনায় যাছিলেন সেই সময়ে এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল।

آمَنْ هُوَ قَانِتُ أَنَّا إِلَيْلَ سَاجِدًا وَقَائِمًا  
يَخْذِرُ الْأَخْرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ  
قُلْ هَلْ يَشْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ  
وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لِإِنَّمَا يَتَذَكَّرُ  
أُولُوا الْأَلْبَابِ<sup>১৫</sup>

قُلْ يَعْبَادُ الدِّينَ أَمْنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ  
لِلَّذِينَ أَخْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً  
وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ مَا نَمَأْيُوقَ الصَّابِرُونَ  
أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ جِسَابٍ<sup>১৬</sup>

قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ آغْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا  
لِهِ الدِّينَ<sup>১৭</sup>

وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ<sup>১৮</sup>

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ  
يَوْمِ عَظِيمٍ<sup>১৯</sup>

قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي<sup>২০</sup>

১৬। ‘তোমরা তাঁকে ছেড়ে যার উপাসনা করতে চাও করে বেড়াও।’ তুমি বল, ‘যারা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারপরিজনকে কিয়ামত দিবসে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে নিশ্চয় তারাই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত।’ সাবধান! এটাই সুম্পষ্ট ক্ষতি।

★ ১৭। \*তাদের জন্য তাদের ওপর থেকেও আগুনের ছায়া থাকবে এবং নিচ থেকেও ছায়া থাকবে। এটাই সেই বিষয়, যে সম্পর্কে আল্লাহু তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন। অতএব হে আমার বান্দারা! কেবল আমাকেই ভয় কর।

১৮। আর যারা প্রতিমা পূজা থেকে বিরত থেকেছে এবং আল্লাহুর দিকে বিনত হয়েছে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। সুতরাং তুমি আমার বান্দাদের সুসংবাদ দাও,

১৯। \*যারা (আমাদের) কথা মন দিয়ে শুনে এবং এর সবচেয়ে ভালটির অনুসরণ করে<sup>১২৯</sup>। এরাই সেইসব লোক, যাদের আল্লাহু হেদয়াত দান করেছেন এবং এরাই বুদ্ধিমান।

২০। অতএব যার বিরুদ্ধে আযাবের আদেশ জারী হয়ে গেছে সে কি (রক্ষা পেতে পারে)? যে ব্যক্তি আগুনে পড়ে রয়েছে তুমি কি তাকে উদ্ধার করতে পার?

২১। কিন্তু যারা নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন করে \*তাদের জন্য রয়েছে সুরম্য প্রাসাদ, যেগুলোর ওপর আরো প্রাসাদ নির্মিত হয়ে থাকবে<sup>১৩০</sup>। এর পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যাবে। আল্লাহ (এ) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহু প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।

২২। তুমি কি দেখনি, \*আল্লাহু আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন? এরপর তিনি স্নোতধারার আকারে একে ভূমিতে প্রবাহিত করেন। এরপর তিনি এর মাধ্যমে \*ফসল উৎপন্ন করেন। এ (ফসলের) ভিন্ন ভিন্ন রং হয়ে থাকে। এরপর তা (পেকে বা না পেকে) শুকিয়ে যায়। এরপর তুম একে হলুদ রং ধারণ করতে দেখ। এরপর তিনি একে চূর্ণবিচর্ণ করে [১২] দেন। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমানদের জন্য এক বড় উপদেশ ১৬ রয়েছে।

দেখুন : ক. ৭৪২, ১৮৪৩০ খ. ৭৪২০৫ গ. ২৫৪৭৬, ২৯৪৫৯, ৩৪৪৩৮ ঘ. ৩৫৪২৮ ঙ. ১৩৪৫, ১৬৪১৪।

২৫৬৯। মু'মিনগণের কাছে যদি দুটি অনুমোদিত পথ খোলা থাকে তখন তারা দুটির মধ্যে ঐ পথই অবলম্বন করে, যেটি সর্বোত্তম ফল দান করবে।

২৫৭০। বেহেশ্তে মু'মিনগণের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য হবে। এতে বুঝা যায়, সেখানে তাদের কাজ-কর্ম ও প্রচেষ্টার মাঝেও তারতম্য হবে। অতএব পরজগৎ অলস ও কর্মহীন হবে না, বরং বিরামাধীন কর্ম ও ক্রমোন্নতির ক্ষেত্র হবে।

فَاغْبُدُوا مَا شَيْئْتُمْ مِنْ دُوْنِهِ ۖ قُلْ  
إِنَّ الْخَسِيرِينَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُسُهُمْ  
وَأَهْلِيَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ إِلَّا ذَلِكَ هُوَ  
الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ<sup>⑯</sup>

لَهُمْ قَنْ فَوْقَهُمْ ظُلْلَ قِنْ النَّارِ ۖ وَمِنْ  
تَخْتِهِمْ ظُلْلَ ۖ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ  
عِبَادَةُ مُبَيِّنَ قَاتِلُونَ<sup>⑯</sup>

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ ۖ أَنْ  
يَغْبُدُوهَا ۖ وَأَنَّابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمْ  
الْبُشْرَى ۖ جَفَّبَشَ عِبَادَةُ<sup>⑯</sup>

الَّذِينَ يَشْتَمُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّمِعُونَ  
آخْسَنَهَا ۖ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَذِهِمُ اللَّهُ  
وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ<sup>⑯</sup>

آفَمَنْ حَقَّ عَلَيْنِي كَلِمَةُ الْعَذَابِ ۖ آفَأَنْتَ  
تُثْقِدُ مَنْ فِي النَّارِ<sup>⑯</sup>

لِكِنَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَّفٌ  
قِنْ فَوْقَهَا غُرَّفٌ مَبْنِيَّةٌ لَتَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا أَلَّا نَهْرٌ وَأَعْدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ  
اللَّهُ الْمَيْعَادَ<sup>⑯</sup>

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  
فَسَلَكَهُ يَنْتَبِعُ فِي الْأَرْضِ شُمَّ  
يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِقًا أَلْوَانُهُ شُمَّ  
يَهِمِيْجَهْ فَتَرَاهُ مُضْفَرًا شُمَّ يَجْعَلُهُ  
حُطَّامًا ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولَئِ  
الْأَلْبَابِ<sup>⑯</sup>

২৩। ক্যার অন্তর আল্লাহ ইসলামের জন্য খুলে দেন, এরপর  
সে তার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক জ্যোতির<sup>১৫১</sup>  
ওপর(ও) প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, সে কি (তাদের মত হতে পারে  
যারা আল্লাহকে স্বরণ করা থেকে বাধ্যত)? অতএব তাদের  
সর্বনাশ হোক যাদের হন্দয় আল্লাহকে স্বরণ করা থেকে (বিমুখ  
হয়ে) কঠিন হয়ে গেছে! এরাই সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় রয়েছে।

২৪। এক <sup>৩</sup>সাদৃশ্যপূর্ণ (এবং) বার বার পঠনীয় কিতাবের আকারে আল্লাহ্ সর্বোত্তম বাণী অবর্তীর্ণ করেছেন<sup>১৫৭২</sup>। যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালককে ভয় করে এ (বাণী পড়ে) তাদের শরীর শিউরে ওঠে। এরপর তাদের দেহ ও মন আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য (অনুরাগী হয়ে) কোমল হয়ে পড়ে। এ (কুরআন) হলো আল্লাহর হেদায়াত। তিনি এর মাধ্যমে যাকে চান হেদায়াত দেন। <sup>৪</sup>আর আল্লাহ্ যাকে বিপর্যগামী সাব্যস্ত করেন তার জন্য কোন হেদায়াতদাতা নেই।

২৫। অতএব যে ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে কঠোর আয়াব থেকে  
রক্ষা পাওয়ার জন্য নিজের মুখ্যমন্ত্রকেই ২৫৭৩ ঢাল বানাবে সে  
কি (রক্ষা পাবে)? আর যালেমদের বলা হবে, ‘তোমরা  
(নিজেদের) কৃতকর্মের স্বাদ ভোগ কর।’

أَفَمِنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدَرَةً لِلْأَشْلَامِ فَهُوَ  
عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ مُفَوِّئٌ لِلْقَسِيَّةِ  
قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ دُوَيْثَكَ فِي ضَلَالٍ  
مُّسِيَّنٌ ۝

أَلَّا تَرَأَسَ الْجَمِيعَ كِتَابًا مُتَشَابِهًا  
 مَنْ نَاهَىٰ إِلَيْهِ تَقْشِيرًا وَهُوَ جَلُودُ الْذَّئْنَ  
 يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ جَثَمَ تَلِينَ جَلُودُ هُمَّةَ  
 قَلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذِلِكَ هُدًى إِلَيْهِ  
 يَهْدِي رَبِّهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلُ إِلَّا  
 فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ (٢٢)

أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ  
يَوْمَ الْقِيَمَةِ، وَقَبِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا  
مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (١)

দেখুন : ক. ৬০১২৬ খ. ১৫০৮৮ গ. ১৭০৯৮

২৫৭। ইসলামের শিক্ষা এত সুগভীর ও বিস্তৃত যে এটি মানুষের হন্দয়কে বিশাল-বিস্তৃত করে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে ভরপূর করে তোলে। তখন আলোর ঝর্ণাধারা মানুষের হন্দয় থেকে উপচে পড়ে।

২৫৭২। জ্ঞান ও প্রকাশের দিক থেকে দেখলে আল্লাহর বাণী সর্বপেক্ষা পূর্ণতা লাভ করেছে কুরআনে। এই আয়াতে কুরআনকে ‘কিতাবাম্ মুতাশাবিহান’ বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো, এই গ্রন্থের বাণীগুলোকে পরম্পর সামঞ্জস্যীল, পরম্পর নির্ভরশীল বহু অর্থে গ্রহণ করা যায়। কুরআনের কোথায়ও স্ব-বিরোধ নেই, বৈপরিত্য নেই। এটি কুরআনের অন্যন্য শ্রেষ্ঠত্ব। কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব হলো, আলফারিক রূপকভাষা, হিতোপদেশপূর্ণ ঘটনাবলী ও ছোট ছোট কাহিনী ইত্যাদি অত্যন্ত উপযুক্ত স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে। এতে ভাষার সৌন্দর্য, বর্ণনার মাধ্যম বর্দিত হওয়ার সাথে সাথে অল্প কথায় বহু ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করেছে। এখানে ‘কুরআন’কে আবার ‘মাসানী’ বলা হয়েছে। অর্থাৎ মৌলিক বিশ্বাসসমূহ ও অতি প্রয়োজনীয় ধর্ম বিশ্বাসগুলোকে কুরআন বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন পদ্ধায় ও বিভিন্ন রূপ দিয়ে বার বার বর্ণনা করেছে, যাতে এইগুলোর অপরিহার্যতা, প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য মানুষের মনে দৃঢ়ভাবে প্রেরিত করে দেয়া যায়। এই ‘মাসানী’ শব্দ দ্বারা এও ব্যক্ত করা হয়েছে যে কুরআনের কতগুলো শিক্ষা অন্যান্য শ্রেণী কিভাবে রশিকার মতই। তবে কুরআনে অনেক নতুন শিক্ষামালা আছে যা অতীত কিভাবে নেই। শেষোক্ত শিক্ষাগুলো সৌন্দর্যে ও শ্রেষ্ঠত্বে ও উৎকর্ষে এতই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত যে অন্যান্য কিভাবের শিক্ষা এই গুলোর ধারে কাছেও যেতে পারে না, তলনায় আসা তো দুরের কথা।

২৫৭৩। কিয়ামতের দিন অবিশ্বাসীরা যে ভয়াবহ শাস্তি পাবে, এই শব্দগুলো সেই ভয়াবহতাই তুলে ধরেছে। এই ভীষণ শাস্তিতে তারা কাঞ্জনহীন ও দিশেহারা হয়ে পড়বে। এমনি দিশেহারা হবে যে মুখ্যঙ্গল সর্বাপেক্ষা স্পর্শকাতর ও অনুভূতিশীল হওয়া সত্ত্বেও এই মুখ্যঙ্গলকে বাঁচাবার চেষ্টা না করে তারা তা অগ্নির দিকে বাড়িয়ে দিবে।

২৬। তাদের পূর্বেও লোকেরা প্রত্যাখ্যান করেছিল। এর ফলে এমন দিক থেকে আযাব তাদের ওপর এসে পড়লো, যে (দিক) সম্বন্ধে কোন ধারণা ও তারা করতে পারেনি।

২৭। অতএব আল্লাহ্ পার্থিব জীবনেও তাদের লাঞ্ছনার স্বাদ ভোগ করিয়েছেন। পক্ষান্তরে পরকালের আযাব অবশ্যই (এর চেয়ে) গুরুতর হবে। হায়, যদি তারা জানতো!

২৮। <sup>١</sup>আর নিশ্চয় আমরা এ কুরআনে মানব জাতির জন্য সব রকমের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে<sup>২৫৭৪</sup>।

★ ২৯। (আমরা) সুস্পষ্টভাবে প্রাঞ্জল <sup>٢</sup>কুরআন (অবতীর্ণ করেছি) যার মাঝে কোন বক্তব্য নেই, যেন তারা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারে।

★ ৩০। আল্লাহ্ একটি উপমা বর্ণনা করেন। (তা হলো) এক ব্যক্তির কয়েকজন এমন মালিক রয়েছে যারা পরম্পর মতবিরোধ রাখে এবং অন্য এক ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে একই ব্যক্তির (মালিকানাধীন)। উপমার ক্ষেত্রে এরা উভয় কি সমান!<sup>২৫৭৫</sup> সব প্রশংসা আল্লাহরই। (কিন্তু) আসলে তাদের অধিকাংশই (তা) জানে না।

৩১। <sup>৩</sup>নিশ্চয় তুমিও মারা যাবে এবং নিশ্চয় তারাও মারা যাবে।

<sup>৩</sup> ৩২। <sup>৪</sup>এরপর কিয়ামত দিবসে নিশ্চয় তোমরা তোমাদের [১০] প্রভু-প্রতিপালকের সামনে একে অপরের সাথে বিতর্ক করবে।  
১৭

كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَهُمْ  
الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ<sup>১৬</sup>

فَإِذَا أَقْهَمْتَ اللَّهُ الْجِزَيْرِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ مَنْ كَانُوا  
يَعْلَمُونَ<sup>১৭</sup>

وَلَقَدْ صَرَّبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ  
مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ<sup>১৮</sup>

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ  
يَتَّقَوْنَ<sup>১৯</sup>

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجْلًا فِيهِ شُرَكَاءُ  
مُتَشَاهِكُسُونَ وَرَجْلًا سَلَمًا لِرَجْلِ دَهْلِ  
يَشْتَوِيْنِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَبَلَ الْكَرْهُمْ  
لَا يَعْلَمُونَ<sup>২০</sup>

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَمْتُوْنَ<sup>২১</sup>

لَمْ يَأْتُكُمْ يَوْمُ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ  
تَخْتَصِّمُونَ<sup>২২</sup>

দেখুন : ক. ১৬৪২৭, ৫৯৪৩ খ. ১৩৪৩৫, ৬৮৪৩৪ গ. ১৭৪১০, ৩০৪৫৯ ঘ. ১২৪৩, ৪২৪৮, ৪৩৪৪ ঙ. ২৩৪১৬ চ. ২৩৪১৭।

২৫৭৪। চরিশ নং আয়াতে 'কুরআনের' যথার্থতা সম্বন্ধে যে যুক্তি দেখানো হয়েছে, এখানে সেই যুক্তিকে জোরদার করা হয়েছে এই বলে যে কুরআন মানুষের জন্য সর্বোত্তম বার্তা বহন করে এনেছে। মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য যে নীতিমালা ও যে শিক্ষাসমূহ প্রয়োজন তা বিস্তারিতভাবে ও পূর্ণতমরূপে কুরআনে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। মানুষের জীবনকে সুন্দর, সাবলীল ও সুমহান করার সকল বিষয় ও সকল সামগ্রী কুরআনের পাতায় বিশ্লেষিত হয়েছে এবং বিশ্বাস ও কর্মক্ষেত্রে এই প্রস্তুত সকলের জন্য পথ-প্রদর্শক।

২৫৭৫। যারা বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তারা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যার অনেক প্রভু রয়েছে। এই প্রভুরা পরম্পর বিরোধী, বাগড়াটো ও বদ মেয়াজী। এক প্রভু বলে ডানে যাও, তো অপর প্রভু বলে বামে যাও। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির অবস্থা যেমন অতি শোচনীয় হয় বহু দেব-দেবীর উপাসকদের অবস্থাও তেমনি শোচনীয় হয়। তারা কখনো ঐ একেশ্বরবাদীর মত হতে পারে না, যে মাত্র একজনের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সেই একজনেরই সেবা করে।

গু  
ন  
ত  
চ  
ৰ

৩৩। <sup>১</sup>অতএব সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম কে, যে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে এবং তার কাছে যখন সত্য আসে সে তা প্রত্যাখ্যান করে? জাহানামে কি কাফিরদের জন্য ঠাই নেই?

৩৪। আর যে ব্যক্তি সত্য নিয়ে আসে এবং (যে ব্যক্তি) এ (সত্যের) সত্যায়ন করে এরাই মুত্তাকী।

৩৫। এদের জন্য এদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে সেসব কিছু থাকবে, যা <sup>২</sup>এরা চাইবে। সংকর্মপরায়ণদের প্রতিদান এরূপই হবে

৩৬। <sup>৩</sup>যেন এদের কৃতকর্মের (মন্দ প্রভাব) আল্লাহ এদের কাছ থেকে দূর করে দেন এবং এদের কৃতকর্মের মাঝে সবচেয়ে উত্তম কর্ম অনুযায়ী এদের প্রতিদান দেন<sup>৪৭৬</sup>।

৩৭। আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? আর তারা তোমাদেরকে তাঁর পরিবর্তে (অন্যদের) ভয় দেখায়। <sup>৫</sup>যাকে আল্লাহ বিপথগামী সাব্যস্ত করেন তার জন্য কোন হেদায়াতদাতা নেই।

৩৮। <sup>৬</sup>আর আল্লাহ যাকে হেদায়াত দেন তাকে বিপথগামী করার কেউ নেই। আল্লাহ কি মহা পরাক্রমশালী (ও) প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন?

৩৯। <sup>৭</sup>আর তুমি যদি তাদের জিজেস কর, আকাশসমূহ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন তখন তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ’<sup>১৫৭৭</sup>। তুমি বল, ‘তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ যদি আমার কোন অনিষ্ট করতে চান সেক্ষেত্রে আল্লাহকে হেড়ে তোমরা যাদের ডাক তারা কি তাঁর (সৃষ্টি) অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা আল্লাহ আমাকে কৃপা করতে চাইলে তারা কি তাঁর কৃপাকে রোধ করতে পারবে?’ <sup>৮</sup>তুমি বল, ‘আমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। সব ভরসাকারী তাঁরই ওপর ভরসা করে থাকে’।

দেখুন : ক. ৬৪২২; ১০৪১৮; ২৯৪৬৯ খ. ১৬৪৩২; ৫০৪৩৬ গ. ১৬৪১৮; ২৯৪৮ ঘ. ৩৯৪২৪ ঙ. ১৮৪১৮ চ. ২৯৪৬২; ৩১৪২৬।

২৫৭৬। মুমিনের প্রত্যেকটি ছেট-বড় সংকর্মের জন্য পুরস্কার দেয়া হবে, সর্বোত্তম কাজগুলোর জন্য সর্বোত্তম পুরস্কার তো আছেই (আল্লাহ তাআলার বদান্যতা অসীম)।

২৫৭৭। যদিও পৌত্রলিকরা চিরাচরিত কুসংস্কারের প্রভাবে মিথ্যা দেব-দেবীর পূজা করে, তথাপি যখন যুক্তি দ্বারা তাদেরকে উত্তমরূপে বুঝিয়ে দেয়া হয় তখন তারাও স্বীকার করে এবং স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে এই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা একজনই এবং সর্বপ্রকারের কর্তৃত্ব ও তাঁরই।

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ عَلَىٰ  
اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ  
آ لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوًى  
لِلْكُفَّارِينَ<sup>(১)</sup>  
وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ  
إِيمَانَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ<sup>(২)</sup>  
لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ إِنَّدَرِيْهِمْ بِذِلِّكَ  
جَزْءًا اَلْمُحْسِنِينَ<sup>(৩)</sup>

لِيَكْفِرُوا اللَّهُ عَنْهُمْ آشَوَّا الَّذِي  
عَمِلُوا وَيَخْرِيْهُمْ أَجْرَهُمْ  
يَا حَسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ<sup>(৪)</sup>  
آ لَيْسَ اللَّهُ بِكَافِ عَبْدَةَ دَوْ  
يُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُؤْنِهِ  
وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ  
هَادِ<sup>(৫)</sup>  
وَمَنْ يَهْمِدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ  
آ لَيْسَ اَلَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي اِنْتِقامَةٍ<sup>(৬)</sup>

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اَلَّهُ  
قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَا تَذَعُونَ مِنْ دُونِ  
اللَّهِ إِنَّ اَرَادَ فِي اَلَّهِ بِصُرُّ هَلْ هُنَّ  
كُشَفُتْ ضُرُّهَا اَوْ اَرَادَ فِي بِرَحْمَةِ هَلْ  
هُنَّ مُمْسِكُتْ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ  
اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ<sup>(৭)</sup>

৪০। তুমি বল, 'হে আমার জাতি! ক্ষতোমরা নিজেদের অবস্থানে থেকে যা পার কর। নিশ্চয় আমিও করতে থাকবো। এরপর তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে<sup>২৫৭৮</sup>

৪১। গ.কার ওপর সেই আযাব আসবে যা তাকে লাঞ্ছিত করে দিবে এবং কার ওপর স্থায়ী আযাব নেমে আসবে!

৪২। নিশ্চয় আমরা মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমার কাছে সত্যসহ এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। ক্ষতোমর যে-ই হেদায়াত পায় সে নিজের কল্যাণের জন্যই পায়। আর যে

<sup>৮</sup>  
[১০] ১ পথব্রষ্ট হয় সে নিশ্চয় নিজেরই অকল্যাণের জন্য পথব্রষ্ট  
১ হয়<sup>২৫৭৯</sup>। আর তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নও।

★ ৪৩। ক্ষাল্লাহ্ জীবিতদের আস্তা তাদের মৃত্যুর সময় বের করে নেন এবং যাদের মৃত্যু হয়নি (তাদের) ঘুমের অবস্থায় (তাদের আস্তা বের করে নেন)। এরপর তিনি যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন তার (আস্তাকে) ধরে রাখেন এবং অন্যগুলো এক নির্ধারিত মেয়াদের জন্য (ফেরৎ) পাঠান<sup>২৫৮০</sup>। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য অনেক নির্দশন রয়েছে।

৪৪। ক্ষ.তারা কি আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন সুপারিশকারী গ্রহণ করেছে? তুমি বল, (যে ক্ষেত্রে) এ (সুপারিশকারীরা) কোন কিছুর মালিক নয় এবং এরা কোন বিবেকবুদ্ধি রাখে না<sup>২৫৮১</sup> (সেক্ষেত্রেও কি তারা এদেরকে সুপারিশকারীরূপে গ্রহণ করবে)?

দেখুন : ক. ৯৪১২৯ খ. ৬৪১৩৬; ১১৪১২২ গ. ১১৪৪০ ঘ. ১০৪১০৯; ১৭৪১৬; ২৭৪১৩ ঙ. ৬৪৬১ চ. ১৭৪৫৭।

২৫৭৮। এই আয়াতে অবিশ্বাসীদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বলা হচ্ছে যে তাদের সমস্ত ক্ষমতা, ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রয়োগ করেও যদি তারা ইসলামকে ধূংস করার জন্য আসে তথাপি তারা কৃতকার্য হতে পারবে না। ইসলাম মানবতার শেষ আশা এবং চরম ভরসাস্থল। অতএব ইসলামের বিজয় অপ্রতিরোধ্য ও অবশ্যভাবী।

২৫৭৯। মানুষ (বহুলাংশেই) নিজেই তার ভাগ্য গড়ে তোলে, তা সৌভাগ্যই হোক বা দুর্ভাগ্য।

২৫৮০। মানুষের মৃত্যুর সাথে তার আস্তা মরে না বা পচে না। আস্তাকে তার নশ্বর আবাস (মরণশীল-দেহ) থেকে পৃথক করে (নিক্রীয় অবস্থায়) অন্তর্ভুক্ত যাওয়া হয় এবং সেখানে রক্ষিত অবস্থায় থাকে যাতে নির্ধারিত সময় এলে প্রতিটি আস্তা তার সংশ্লিষ্ট মানুষটির কাজ-কর্মের হিসাব দান করতে পারে।

২৫৮১। মানুষকে সাবধান করা হচ্ছে, সে যেন এমন কোন কাজ না করে, যা তার অমর আস্তাকে কল্পিত করতে পারে। সকল দুষ্কর্মের চরম দুষ্কর্ম হলো আল্লাহ্ তাআলার সাথে কাউকে শরীক জ্ঞান করা।

قُلْ يَقُولُهُ اغْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ  
إِنِّي عَامِلٌ هَبْ قَسَوْفَ تَخْلُمُونَ<sup>১</sup>

مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيْهُ وَيَحْلِلْ  
عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ<sup>২</sup>

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْحِكْمَةَ لِتَنَاهِ  
إِلَى الْحَقِّ جَ فَمَنْ أَهْتَدَ إِلَيْهِ فَلِنَفْسِهِ  
وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضْلُلُ عَلَيْهَا جَ وَمَا  
عَلَيْكَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ<sup>৩</sup>

أَللَّهُ يَتَوَفَّ أَلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَ  
الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَاجِ فَيُؤْمِسِكُ  
الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ  
الْأُخْرَى إِلَى آجِلِ مُسَمَّى وَإِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَا يَلِيقٌ لِّقُومٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>৪</sup>

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ  
قُلْ أَوْلَئِنَّا كَانُوا لَا يَعْمَلُونَ شَيْئًا  
لَا يَعْقِلُونَ<sup>৫</sup>

৪৫। <sup>ك</sup>তুমি বল, ‘সুপারিশের (বিষয়টি) সম্পূর্ণরূপে আল্লাহরই একিয়ারভূক্ত<sup>১৫২</sup>। আকাশসমূহের ও পৃথিবীর অধিপত্য তাঁরই। এরপর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

★ ৪৬। <sup>ك</sup>আর এক-অদ্বিতীয় আল্লাহর কথা যখন বলা হয় তখন পরকালে যারা বিশ্বাস রাখে না তাদের হৃদয় ঘণ্টায় সংকুচিত হয়ে যায়। আর তাঁর পরিবর্তে যখন অন্যদের কথা বলা হয় তখন দেখ, তারা আনন্দ করতে থাকে।

৪৭। <sup>ك</sup>তুমি বল, ‘আকাশসমূহের ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত হে আল্লাহ! তুমিই তোমার বান্দাদের মাঝে সেসব বিষয়ের মীমাংসা করবে, যে সম্বন্ধে তারা মতভেদ করছে।

৪৮। <sup>ك</sup>আর পৃথিবীতে যা-ই আছে যালেমরা যদি এর সব কিছুর এবং এর অনুরূপ আরও কিছুর অধিকারী হতো তবে তারা কিয়ামত দিবসে ভয়ঙ্কর আয়াব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রায়শিত্তস্বরূপ তা দিয়ে দিত এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য তা প্রকাশিত হবে যা তারা ধারণাও করতো না।

৪৯। <sup>ك</sup>আর তারা যা অর্জন করেছে এর কুফল তাদের জন্য প্রকাশিত হবে এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টাবিদ্রূপ করতো তা তাদের ঘিরে ফেলবে।

৫০। <sup>ك</sup>আর মানুষ যখন কোন কষ্টে পড়ে তখন সে আমাদের ডাকে। এরপর আমরা যখন তাকে আমাদের পক্ষ থেকে কোন অনুগ্রহে ভূষিত করি তখন সে বলে, ‘এটা কেবল (আমার) জ্ঞানের দরবন্ধই আমাকে দেয়া হয়েছে<sup>১৫৩</sup>।’ আসলে এটা এক বড় পরীক্ষা। কিন্তু তাদের অধিকার্থই জানে না।

৫১। নিচয় এদের পূর্ববর্তীরাও একথাই বলেছিল। কিন্তু তারা যা অর্জন করতো (তা) তাদের কোন কাজে আসেনি।

দেখুন ৪ ক. ১৭৪৪৭; ২২৪৭৩; ৪০৪১৩ খ. ৬৪১৫; ১২৪১০২; ১৪৪১১; ৩৫৪২ গ. ৫৪৩৭; ১০৪৫৫; ১৩৪১৯ ঘ. ২১৪৪২; ৪৫৪৩৪ ঙ. ১১৪১০, ১১; ১৭৪৬৮; ৩০৪৩৪; ৩৯৪৯।

২৫৮২। ৮৫ টাকা দেখুন।

২৫৮৩। মানুষের প্রকৃতি এটাই যে সে যখন বিপদগ্রস্ত হয় এবং কষ্টে পড়ে তখন সে আল্লাহকে ডাকে ও তাঁর কাছে প্রার্থনা করে। কিন্তু যখন সে প্রার্থনার মাঝে বাস করে তখন সে আল্লাহ তাআলাকে ভুলে যায়। সে তখন মনে করতে থাকে যে তার জীবনের এই কৃতকার্যতা সে নিজের জ্ঞান, বৃদ্ধিমত্তা ও কর্মশক্তি দ্বারা নিজেই অর্জন করেছে। গঞ্জির ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি আদৌ এরূপ করতে পারে না।

فَلَيَلْهُو الشَّفَا عَمَّا جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ<sup>⑩</sup>

وَإِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ أَشْمَارَتْ قُلُوبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِإِلَاهٍ خَرَقَ وَإِذَا دُعِيَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِّشُونَ<sup>⑪</sup>

قُلْ اللَّهُمَّ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ<sup>⑫</sup>

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَتَدَّوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَبَدَأَ الْهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَخْتَسِبُونَ<sup>⑬</sup>

وَبَدَأَ الْهُمْ سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا وَ حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَشْتَهِزُونَ<sup>⑭</sup>

فَإِذَا مَسَ الْأَذْنَاسَنَ ضُرِّدَ عَمَّا نَرَثُمْ إِذَا حَوَّلَنَّهُ نِعْمَةً مَنِّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هُنَّ فَشِنَّهُ وَ لِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ<sup>⑮</sup>

قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَخْفَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ<sup>⑯</sup>

৫২। অতএব তারা তাদের কৃতকর্মের কুফল ভোগ করেছিল। আর এদের মাঝে যারা যুন্নত করেছে এরাও এদের কর্মের কুফল অবশ্যই ভোগ করবে। আর এরা (আল্লাহকে) ব্যর্থ করতে পারবে না।

৫৩। তারা কি জানে না, নিশ্চয় <sup>ك</sup>আল্লাহ যার জন্য চান রিয়ক [১১] সম্প্রসারিত করে দেন এবং সংকুচিতও করে দেন? যারা ঈমান ২ আনে তাদের জন্য নিশ্চয় এতে বড় নির্দর্শন রয়েছে।

৫৪। তুমি বল, ‘হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের প্রাণের ওপর অবিচার করেছ! তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে খণ্ডনীয় হয়ে নাঃ<sup>১৫৪</sup>। নিশ্চয় আল্লাহ সব পাপ ক্ষমা করতে পারেন। নিশ্চয় তিনিই অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

৫৫। আর তোমাদের ওপর আয়াব আসার পূর্বেই তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের দিকে বিনত হও এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর<sup>১৫৫</sup>। (কেননা) এরপর তোমাদের কোন সাহায্য করা হবে না।

৫৬। আর তোমাদের অজাতে তোমাদের ওপর অকস্মাত আয়াব আসার পূর্বেই তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবর্তীর্ণ করা হয়েছে এর সর্বোত্তম অংশের অনুসরণ কর

★ ৫৭। (যেন) কোন আত্মা এ কথা বলে না বসে, ‘আক্ষেপ আমার জন্য! <sup>ك</sup>আল্লাহর সান্নিধ্যে থেকেও আমি (আমার কর্তব্য পালনে) পিছিয়ে ছিলাম এবং যারা উপহাস করতো আমি অবশ্যই তাদের একজন ছিলাম’,

৫৮। অথবা (যেন) একথা বলে না বসে, ‘আল্লাহ যদি আমাকে হেদায়াত দিতেন তাহলে আমি অবশ্যই মুত্তাকী হয়ে যেতাম’,

দেখুন : ক. ১৩৪২৭; ২৯৪৬৩; ৩০৪৩৮; ৩৪৪৩৭; ৪২৪১৩ খ. ১২৪৮৮; ,১৫৪৫৭ গ. ৬৪৩২; ২৩৪১০০; ২৬৪১০৩; ৩৫৪৩৮।

২৫৮৪। এই আয়াতে পাপীদের জন্য আশা ও আনন্দের বাণী রয়েছে। হতাশা ও নৈরাশ্যবাদকে দূরে সরিয়ে আশাৰ বাণী শুনানো হয়েছে। এই আয়াতে অগুত চিন্তা, দুঃখবাদ ও মন্দবাদকে নিন্দনীয় ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা এইগুলো পাপকে লালন করে ও অকৃতকার্যতার জন্ম দেয়। কুরআনে বারংবার ঐশী করণা ও ক্ষমার আশ্বাস দেয়া হয়েছে (৬৪৫৫, ৭১৫৭, ১২৪৮৮, ১৫৪৫৭, ১৮৪৫৯)। দুঃখিত ও ভারাক্রান্তদের জন্য এ অপেক্ষা আর বড় শাস্তির ও সান্ত্বনার বাণী কি হতে পারে!

২৫৮৫। পূর্ববর্তী আয়াতে পাপীদেরকে আশা ও আনন্দের বাণী শুনানো হয়েছে বটে, কিন্তু এই আয়াতে তাদেরকে সতর্ক করে লক্ষ্য অর্জনের পথ ও পদ্ধতি বলে দেয়া হয়েছে যে সেই আশ্বাস-বাণীর সুফল লাভ করতে হলে তাদেরকে ঐশী আইন (শরীয়ত) অনুসরণ করে নিজেদের সৌভাগ্য নিজেদেরকেই তৈরি করতে হবে।

فَأَصَا بِهُمْ سَيِّاتٍ مَا كَسْبُوا وَالَّذِينَ  
ظَلَمُوا مِنْ هُوَ لَا يُؤْكِلُونَ سَيِّيْصِبُّهُمْ سَيِّاتُ  
مَا كَسْبُوا وَمَا هُمْ بِمُحْجِزِينَ<sup>১৫</sup>

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ  
لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
كَلَّا إِنَّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ<sup>১৬</sup>

قُلْ يَعْبَادُونِي الَّذِينَ آتَيْتَهُمْ  
آنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ  
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا  
إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ<sup>১৭</sup>

وَإِنِّي بَوَّابٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَآشِلَمُوا لَهُ مِنْ  
قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَمَّا  
تُنَصَّرُونَ<sup>১৮</sup>

وَاتَّبِعُوا أَخْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ  
رِبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ  
بَعْثَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ<sup>১৯</sup>

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَحْسَرَتِي عَلَى مَا فَرَّطْتُ  
فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنْ  
السَّاجِرِينَ<sup>২০</sup>

أَذْتَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَذَبِنِي لَكُنْتُ  
مِنَ الْمُتَّقِينَ<sup>২১</sup>

৫৯। অথবা আয়ার দেখে (যেন) একথা বলে না বলে, 'হায়! একবার যদি আমার পক্ষে ফিরে যাওয়া সম্ভব হতো তবে অবশ্যই আমি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে যেতাম।'

৬০। (আল্লাহ্ বলবেন,) 'কখনো নয়, তোমার কাছে অবশ্যই আমার নির্দর্শনাবলী এসেছিল। (কিন্তু) তুমি সেগুলো প্রত্যাখ্যান করেছিলে, তুমি অহংকার করেছিলে এবং তুমি ছিলে কাফিরদের একজন'।<sup>১৫৮৬</sup>

৬১। আর যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলেছে কিয়ামত দিবসে তুমি 'তাদের মুখ্যমন্ডল কালো দেখবে। অহংকারীদের জন্য কি জাহানামে ঠাই নেই?

★ ৬২। \*যারা তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাদের উদ্ধার করে নিরাপত্তা (ও সফলতার) যথাযথ অবস্থান প্রদান করবেন। তাদের কোন কষ্ট হবে না এবং তারা দুশিত্বাগ্রহেও হবে না।

৬৩। \*আল্লাহ্ সব কিছুর স্বষ্টা এবং তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।

৬৪। \*আকাশসমূহের ও পৃথিবীর চাবিসমূহ তাঁরই (হাতে)।  
[১১] আর যারা আল্লাহ্ নির্দর্শনাবলী অঙ্গীকার করে তাঁরই  
৩ ক্ষতিগ্রস্ত।

৬৫। \*তুমি বল, 'হে মূর্খরা! তবে তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করতে আদেশ দিচ্ছ?'

৬৬। অথচ নিশ্চয় (আল্লাহ্ পক্ষ থেকে) তোমার প্রতি এবং যারা তোমার পূর্বে ছিল তাদের প্রতিও ওহী করা হয়েছিল, চ. \*তুমি শিরীক করলে তোমার কর্ম অবশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং নিশ্চয় তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

৬৭। বরং তুমি আল্লাহ্‌রই ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও।

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ  
لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ<sup>④</sup>

بَلْ قَدْ جَاءَكُمْ أَيْتِي فَعَكَذَبْتَ بِهَا وَ  
ا شَتَّكَبْرَتْ وَكُنْتَ مِنَ الْكُفَّارِينَ<sup>⑤</sup>

وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا  
عَلَى اللَّهِ وَجُنُوْهُمْ مُشَوَّدَةُ الْآيَسِ  
فِي جَهَنَّمَ مَثُوَّي لِلْمُكَبِّرِينَ<sup>⑥</sup>

وَيُنَتَّجِي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا  
بِمَقَارِنَتِهِمْ رَلَا يَمْسُهُمُ السُّوءُ وَلَا  
هُمْ يَخْزَنُونَ<sup>⑦</sup>

أَنَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ وَكَبِيلٌ<sup>⑧</sup>

لَهُ مَقَارِنُ السُّخْرِيَّةِ وَأَلَّا زِصٌ  
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِإِيمَانِ اللَّهِ  
أُولَئِكَ هُمُ الْخَيْرُونَ<sup>⑨</sup>

فُلْ آفَغَيَّرَ اللَّهُ تَأْمُرُونَيْ آغَبْ  
آيُّهَا الْجِهَلُونَ<sup>⑩</sup>

وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَلَى الَّذِينَ مِنْ  
قَبْلِكَ جَلَّئِنَ أَشْرَكُتْ لَيَخْتَطَنَ عَمَلُكَ  
وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَيْرِينَ<sup>⑪</sup>

بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشُّكَرِينَ<sup>⑫</sup>

★ ৬৮। ক্ষতারা আল্লাহর মহিমার প্রতি যথাযথ ও এর প্রাপ্ত শৃঙ্খলা নিবেদন করেনি। কিয়ামত দিবসে গোটা পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে তাঁর মুঠোয় থাকবে। এভাবে আকাশসমূহ তাঁর ডান হাতে গুটানো থাকবে<sup>১৫৮৭</sup>। তিনি পবিত্র এবং তাঁর সাথে তারা যাকে শরীক করে তিনি এর অনেক উর্ধ্বে।\*

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقًّا قَدْرَةٌ وَأَلَّا رَضُّ  
جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَ  
السَّمْوَاتُ مَطْوِيَّتُ يَوْمَيْنِ هُنْ سُبْحَانَهُ  
وَتَحْلِي عَمَّا يُشَرِّكُونَ<sup>১৫৮</sup>

৬৯। গ্তার শিঙায় (যখন) ফুঁ দেয়া হবে তখন আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা (সবাই) মৃর্ছা যাবে। তবে আল্লাহ যাকে (এ থেকে রেহাই দিবেন) তার কথা ভিন্ন। এরপর এতে পুনরায় ফুঁ দেয়া হবে। তখন অকস্মাত তারা (সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়) দাঁড়িয়ে পড়বে<sup>১৫৮৮</sup>।

وَنِفَّغَ فِي الصُّورِ فَصَحِيقَ مَنْ فِي  
السَّمْوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ  
اللَّهُ دُشِّنَ نُفَّحَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ  
قِيَامٌ يَنْظَرُونَ<sup>১৫৮</sup>

৭০। আর পৃথিবী এর প্রভু-প্রতিপালকের জ্যোতিতে আলোকিত হয়ে উঠবে এবং 'আমলনামা' (সামনে) রেখে দেয়া হবে। আর সব নবী ও সাক্ষীকে উপস্থিত করা হবে<sup>১৫৮৯</sup>। আর তাদের মাঝে ন্যায়সংগতভাবে মীমাংসা করা হবে এবং তাদের ওপর অবিচার করা হবে না।

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ  
الْكِتَابُ وَجَاءَ يَعْلَمُ بِالنَّبِيِّنَ وَالشَّهَادَةِ  
وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا  
يُظْلَمُونَ<sup>১৫৯</sup>

৭১। গ্তার প্রত্যেক ব্যক্তির কৃতকর্মের পুরোপুরি প্রতিদান [৭] তাকে দেয়া হবে। আর তারা যা করে তিনি তা সবচেয়ে বেশি ৪ জানেন।

وَوْقِيتُ كُلِّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ  
بِمَا يَفْعَلُونَ<sup>১৫৯</sup>

দেখুন : ক. ৬৪৯২; ২২৪৭৫ খ. ২১৪১০৫ গ. ১৮৪১০০; ২৩৪১০২; ৩৬৪৫২; ৫২৪১২১; ৬৯৪১৪ ঘ. ১৮৪৫০ ঙ. ২৪২৪২; ৩৪২৬।

২৫৮৭। 'ইয়ামীন' ক্ষমতা ও শক্তির প্রতীক। এই বাক্যটি আল্লাহ তাআলার অসীম শক্তি ও সর্বময় ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলছে, আল্লাহর এই সব মহান গুণবলীর প্রতি এর চাইতে বড় অবমাননা আর কি হতে পারে যে মানুষ কাঠের মূর্তি, প্রস্তর ও অপর মানুষনে পুজা করে।

★[এ আয়াতে কিয়ামতের চিত্র অঙ্কণ করা হয়েছে। প্রথমত কিয়ামত দিবসে গোটা পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর মুঠোয় থাকবে। দ্বিতীয়ত আকাশসমূহ অর্থাৎ বিশ্বজগত তাঁর ডান হাতে গুটানো থাকবে। এখানে ডান হাত বলতে আক্ষরিকভাবে ডান হাত বুঝানো হয়নি বরং এর অর্থ হলো শক্তি ও মহিমার হাত। আর গুটানো সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তা বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেও নিশ্চিতভাবে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশসমূহকে এভাবে এক ধরনের 'Black Hole' (কৃষ্ণগহ্বর) এ প্রবেশ করানো হবে যেন এগুলো গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। গুটানোর উপর দিয়ে কী বুঝানো হয়েছে তা আরও কয়েকটি আয়াতে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। (হ্যারত খ্লীফাতুল মসীহ 'রাবে' (রাহে): কর্তৃক উদ্বৃত্তে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত তীকা দ্রষ্টব্য)]

২৫৮৮। এই আয়াতটি পরজগতে পুনরুত্থান সম্পর্কিত বলে মনে হয়। কিন্তু যখন কোন ধর্ম-সংস্কারক (নবী-সুন্ন) আগমন করেন, তাঁর অব্যবহিত পূর্বক্ষণে মানুষের আধ্যাত্মিক শোচনীয় ও হীনাবস্থার প্রতিও এই আয়াত আরোপিত হতে পারে। সেই অর্থে, নবীর বা সংস্কারকের আবির্ভাবকে শিশু বাজানোর সাথে উপর দিয়ে দেয়া হয়েছে। এই উপরার প্রেক্ষিতে 'মৃর্ছা যাবে' কথার অর্থ এই দাঁড়াবে, ধর্ম-সংস্কারকের আবির্ভাবের প্রাক্কালে মানুষের আধ্যাত্মিক অবস্থায় নিদো, স্থবরতা ও বন্ধ্যাত্ম বিবাজমান থাকে। 'তখন অকস্মাত তারা (সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়) দাঁড়িয়ে পড়বে' কথাগুলোর অর্থ এই হবে যে সংস্কারকের আগমনের পর মানুষ জেগে উঠবে এবং সংস্কারকের প্রদর্শিত পথ সঠিক বলে মানবে ও অনুসরণ করবে।

২৫৮৯। 'পৃথিবী এর প্রভু-প্রতিপালকের জ্যোতিতে আলোকিত হয়ে উঠবে' এই বাক্যটি পরকালের উপর আরোপ করলে এর অর্থ হবে, মানব-জীবনের রহস্যবলী যা ইহ-জগতে আবৃত্ত আছে, তা আরবণ মুক্ত হবে এবং মানুষের ভাল-মন্দ কাজের ফলাফল যা পৃথিবীতে গুপ্ত, অপ্রকাশিত ও দুর্বোধ্য ছিল, তা প্রকাশ্যভাবে দৃশ্যমান হবে। আবার এই বাক্যটি যদি ধর্ম-সংস্কারক বিশেষত মহানবী হ্যারত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর আরোপ করা হয় তা হলে এর মর্ম দাঁড়াবে, হ্যারত মানবী (সাঃ) এর আগমনে সারা বিশ্ব শ্রেষ্ঠ আলোক আলোকিত হয়ে উঠবে এবং যে আধ্যাত্মিক অন্ধকার তাঁর আগমনের প্রাক্কালে জল-স্থলকে ছেয়ে ফেলেছিল তা দূরীভূত হয়ে যাবে। এই আয়াতের বাক্য 'সব নবী ও সাক্ষীকে উপস্থিত করা হবে' বলতে মহানবী (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীগণকে বুঝাচ্ছে। কেননা মহানবী (সাঃ) এর ব্যক্তিত্বে একাধারে সকল নবীর প্রকাশ ঘটেছে। তিনি সব নবীর প্রতীক ও প্রতিনিধি। তাঁর সত্যিকার অনুসারীরা সাক্ষীর মর্যাদায় ভূষিত। কেননা তাদেরকে মানবমণ্ডলির উপর সাক্ষ্যদানের মর্যাদা দেয়া হয়েছে (২৪১৪৪)।

৭২। \*আর যারা অঙ্গীকার করেছে তাদেরকে দলে দলে জাহানামের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। অবশেষে তারা যখন এর কাছে এসে যাবে (তখন) এর দুয়ারগুলো খুলে দেয়া হবে। \*আর এর প্রহরীরা তাদের বলবে, ‘তোমাদের কাছে কি তোমাদেরই মাঝ থেকে রসূলরা আসেনি, যারা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের আয়াতসমূহ তোমাদের পড়ে শুনাতো এবং তোমাদের এ দিনের সাক্ষাতের (বিষয়টি) সম্বন্ধে তোমাদের সতর্ক করতো?’ তারা বলবে, ‘হ্যাঁ অবশ্যই’। কিন্তু অঙ্গীকারকারীদের জন্য আয়াবের আদেশ নিশ্চয় কার্যকর হয়ে গেল।

৭৩। তাদের বলা হবে, “‘তোমরা জাহানামের দুয়ারসমূহে প্রবেশ কর। সেখানে তোমরা দীর্ঘকাল থাকবে। অতএব অহংকারীদের ঠাঁই কতই মন্দ!’

৭৪। আর যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন এর কাছে পৌছবে এবং এর দুয়ারগুলো খুলে দেয়া হবে তখন এর প্রহরীরা তাদের বলবে, ‘তোমাদের ওপর শশান্তি বর্ষিত হোক! তোমরা সুখে থাকো ২৫৯০। অতএব তোমরা এতে চিরকাল অবস্থানকারী হিসেবে প্রবেশ কর।’

৭৫। আর তারা বলবে, “‘সব প্রশংসা আল্লাহরই। তিনি আমাদের সাথে (কৃত) তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেখিয়েছেন এবং আমাদেরকে এই (প্রতিশ্রুত) স্থানের উত্তরাধিকারী করেছেন। জান্নাতে আমরা যেখানে চাইবো অবস্থান করবো।’ অতএব (সৎ) কর্মশীলদের প্রতিদান কতই উত্তম।

৭৬। আর তুমি ফিরিশতাদেরকে আরশের পরিমন্ডলকে ঘিরে থাকতে দেখবে। তারা প্রশংসাসহ তাদের প্রভু-প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে থাকবে ২৫৯১ এবং তাদের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে মীমাংসা করা হবে এবং বলা হবে, ‘সব প্রশংসা আল্লাহরই। তিনি বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক।’

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ  
زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتَحَتْ  
آبْوَابَهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَّتْهَا أَلْهَمْ  
يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مَّنْكُمْ يَشْلُونَ عَلَيْكُمْ  
أَيْتَ رَيْكُمْ وَيُنَذِّرُكُمْ لِقَاءً  
يَوْمَكُمْ هَذَا وَقَالُوا أَبْلَى وَلَكِنْ حَقَّ  
كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكُفَّارِينَ ④

قَيْلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ  
خَلِيلِيْنَ فِيهَا جَفِيْسَ مَثَوِيْ  
الْمُتَكَبِّرِيْنَ ④

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى  
الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَ  
فُتَحَتْ آبْوَابَهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَّتْهَا  
سَلْمٌ عَلَيْكُمْ طَبَّتْمَ فَادْخُلُوهَا  
خَلِيلِيْنَ ④

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا  
وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّا مِنَ  
الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَ جَفِيْسَمْ فَيَنْهَمْ آجِرُ  
الْعَمِيلِيْنَ ④

وَتَرَى الْمَلِئَكَةَ حَافِيْنَ مِنْ حَوْلِ  
الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ  
قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقَيْلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ  
رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ④

দেখুন ৪ ক. ১৯৪৮ খ. ৪০৪৫১; ৬৭৪৯-১০ গ. ১৬৪৩০; ৪০৪৭৭ ঘ. ১৩৪২৫ ঙ. ১৪২; ৭৪৪৪; ৩৭৪১৮৩; ৪০৪৮।

২৫৯০। ‘তিব্বুম’ এর এক অর্থ “যেহেতু তোমরা ভাল কাজ করে পবিত্র জীবন যাপন করেছিলে”।

২৫৯১। বিচারের দিন আল্লাহ তাআলার গুণাবলী পূর্ণতমভাবে সকলের কাছে উদ্বোধিত ও প্রকাশিত হবে। ফিরিশতারা কর্তব্যরত অবস্থায় আল্লাহ তাআলার প্রশংসা-গীতি গাইতে থাকবে। এর অন্য অর্থ এই হতে পারে (রূপক হিসাবে), আল্লাহ তাআলার একত্র (তৌহীদ) সারা আরবদেশে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তাঁর সত্যিকার ধার্মিক বান্দারা এবং আকাশের ফিরিশতারা তাঁর প্রশংসা-গাঁথায় আকাশ ও পৃথিবী মুখরিত করে তুলবে।